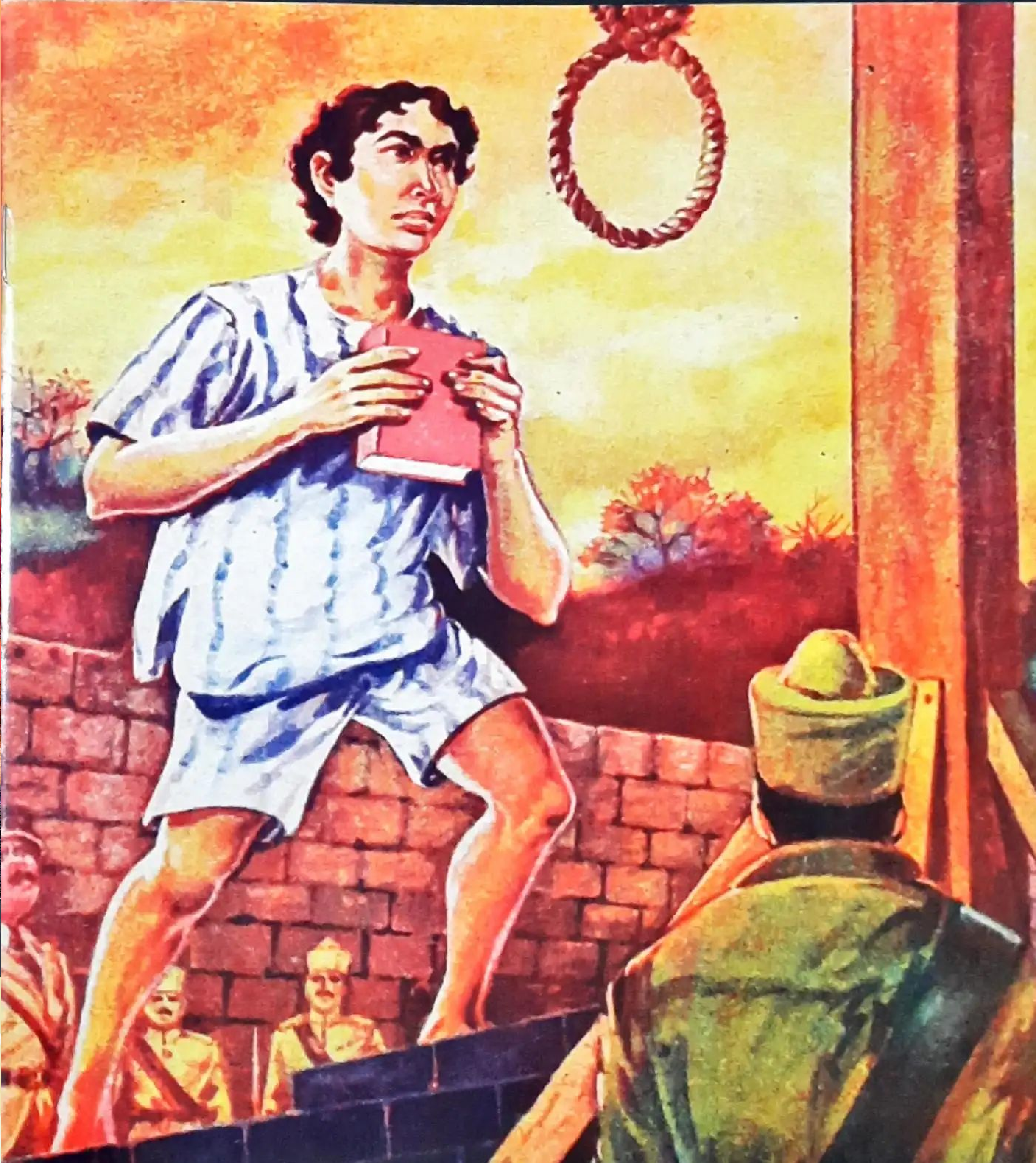
অমর চিত্র কথা

ক্ষুদিরাম বোস

নির্ভীক কিশোর বিপ্লবী

Vol 751

www.amarchitrakatha.com



অমর চিত্রকথা
সংখ্যা ৩৬৪/১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

সম্পাদক
অনন্ত পাই
তথ্য সরবরাহ
অধ্যাপক সত্যব্রত ঘোষ
চিত্রনাট্য
সুব্বা রাও
চিত্রাঙ্কন
সৌরেন রায়
শিল্প উপদেস্টা
রাম ওয়াঈরকর
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কটোয়ানি
সহযোগিতা
অনুরাধা সরকার

প্রকাশক
এইচ. জি. মির চান্দানী
আই.বি.এইচ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ পঙ্কে, মহালক্ষ্মী চেম্বার্স, ২২ ভোলাভাই দেশাই রোড, বোম্বে ৪০০০২৬ এবং তৎ-কর্তৃক আই.বি.এইচ প্রিন্টার্স, মারোল নাকা, মথুরাদাস ভীসানজী রোড, বোম্বে ৪০০০৫৯ থেকে মুদ্রিত

একমাত্র পরিবেশক :
উচ্চারন
২/১ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ক্ষুদিরাম বসু

দেশবাসীর স্বদেশপ্রেমের জোয়ার স্তব্ধ করতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ করলে তার পরিনতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সারা দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং বিপ্লবী কার্যকলাপও দানা বেঁধে ওঠে। বাংলার এমনই এক রাজনৈতিক পরিবেশে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত তরুন ক্ষুদিরাম বসুর আবির্ভাব। ইংরেজ শাসককুলের তদানীন্তন কুখ্যাত নায়ক কিংসফোর্ডকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়লে তাঁর ফাঁসি হয়।

পুলিশ এই সময় অরবিন্দ ঘোষ সহ অন্যান্য বিপ্লবীদেরও গ্রেপ্তার করে এবং বোমার মামলায় তাঁদের আলিপুরে বিচার হয়। এই ঐতিহাসিক মামলায় আদালতে বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেন সি. আর. দাশ। পরবর্তী কালে অরবিন্দ ঘোষ–ঋষি অরবিন্দ এবং সি.আর. দাশ–দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নামে দেশবাসীর কাছে সমধিক পরিচিত হন।

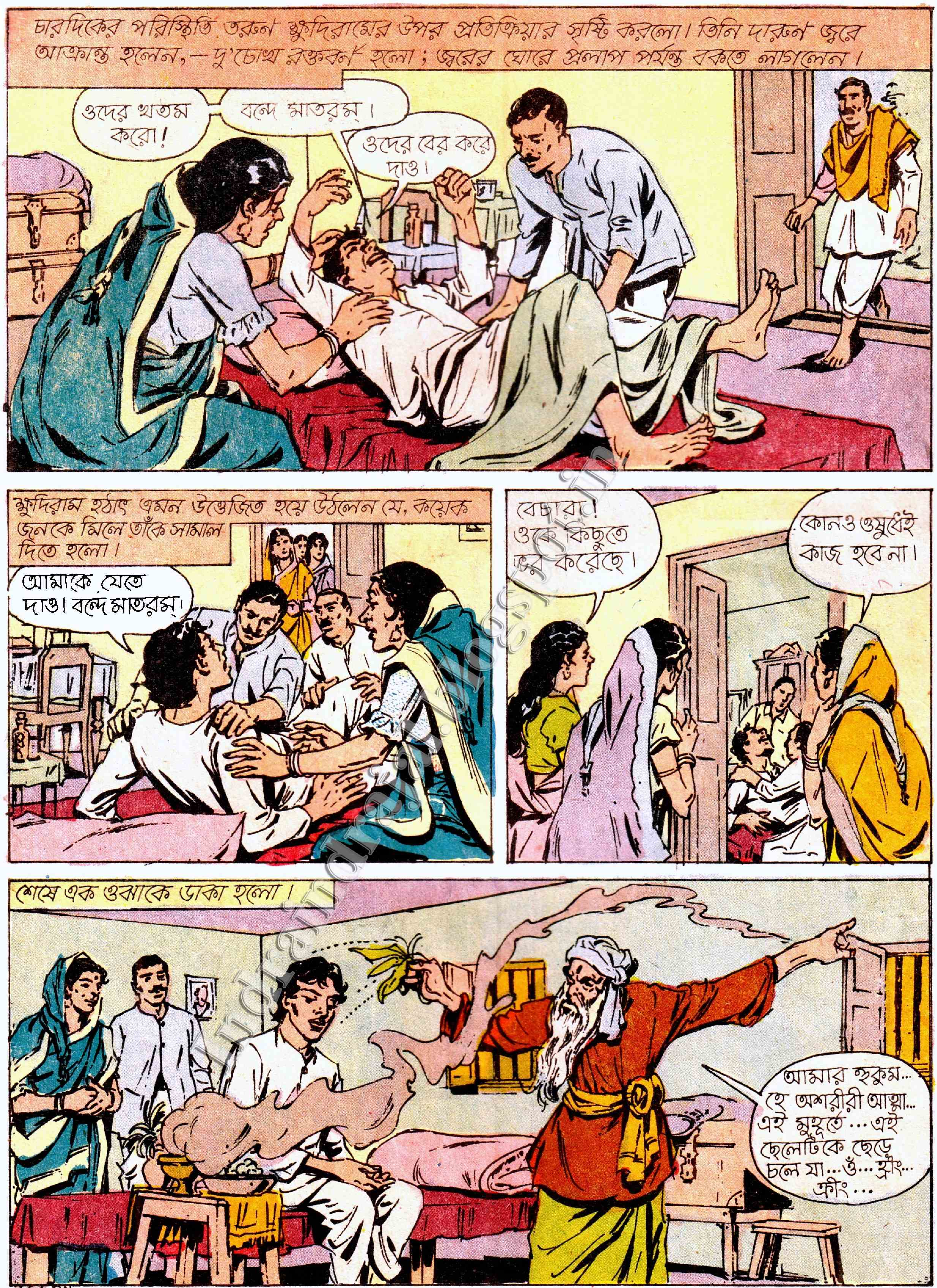
ভাষান্তর ও বর্ণলিপি / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত



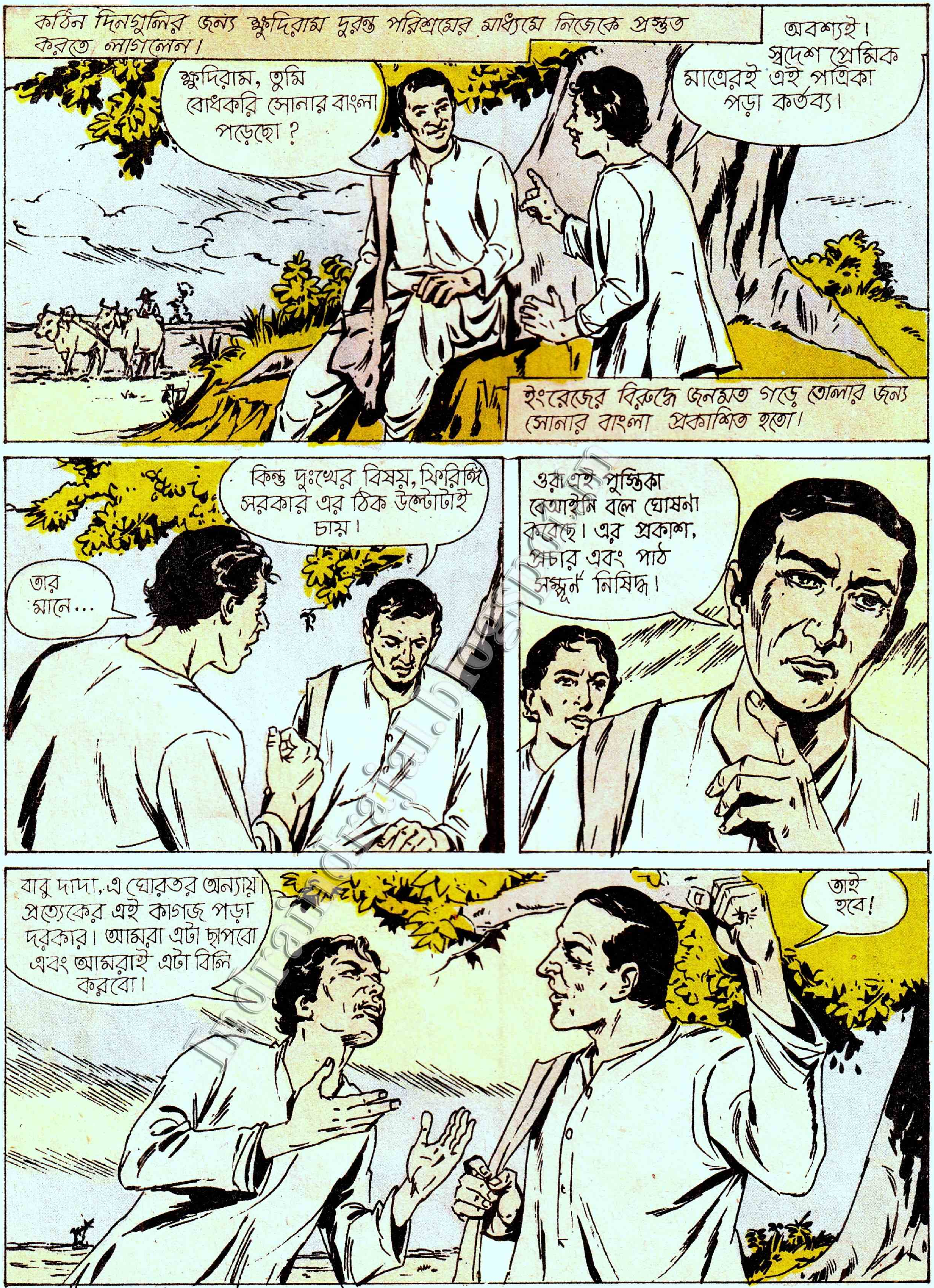
ক্ষুদিরাম বসু
১৯০৫ সালে বাংলা বিভক্ত হলে দেশ জুড়ে আগুন জ্বলে ওঠে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো মেদিনীপুরের মানুষজনও স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরাও বিদেশী দ্রব্য বর্জন করলেন... বিদেশী বস্ত্র পোড়াতে লাগলেন...এবং...
.. সভা সমিতি করতে লাগলেন।
অবিভক্ত বাংলা... যে বাংলা তার স্বদেশপ্রেমের জন্য খ্যাত ছিল ... ইংরেজের ষড়যন্ত্রে আজ তা সঙ্কটের সম্মুখীন। আমাদের একতাই আমাদের শক্তি: হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ওরা আমাদের দুর্বল করতে চায়।
আমরা ওদের চক্রান্ত বানচাল করবো।
বন্দে মাতরম্!
পুলিশ সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
বন্দে মাতরম্!
তরুণ ক্ষুদিরাম সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।


জন্মের পর থেকে ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে তাঁর দিদি অপরূপার কাছে মানুষ হচ্ছিলেন।
নিরীহ মানুষজনের উপর অত্যাচার হতে দেখলে আমার রক্ত কেমন গরম হয়ে ওঠে।
তোর চোখের চাহনি... উত্তেজনার ভাব... আমার বাপু কেমন যেন ভয় ভয় করে ...
দোহাই ক্ষুদিরাম, ও সব ভাবনা মাথায় আনিস না। মা-বাবা বেঁচে নেই। ওঁরা তোকে আমার কাছে রেখে গেছেন। এখন তোর যদি কিছু একটা ঘটে ...
দেশবাসী আর পাঁচ জনেরও তো মা-বোনের মতো অতি প্রিয়জন রয়েছে। তাঁদের কথাও একবার ভাবো, দিদি।
ওহ্, ক্ষুদিরাম!


দেশের স্বাধীনতাপ্রেমীরা দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রেরনা লাভ করছিলেন। এই ধ্বনি কানে গেলে ইংরেজ সরকার আবার ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো হয়ে উঠতো।
সোজা শ্যামপুকুর এলাকায় চলে যাও! বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যাদেরই দিতে দেখবে, তাদের সোজা পাকড়ে আনবে।
পুলিশ এসে পৌঁছবার আগেই ছেলেরা পালিয়ে গেল।
রাস্তা একেবারে জনশূন্য, স্যর।
ঘর থেকে টেনে বের করে ওদের কড়া ধমক দাও।
এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ক্ষুদিরাম কেমন হতবুদ্ধি হলেন।
হে মা দুর্গা, আমাদের মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধা জানাবার অধি-কার কি আমাদের নেই?
যেন নির্ভীক হতে পারি। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার মতো শক্তি দাও।


চারদিকের পরিস্থিতি তরুণ ক্ষুদিরামের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। তিনি দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন, — দু'চোখ রক্তবর্ণ হলো ; জ্বরের ঘোরে প্রলাপ পর্যন্ত বকতে লাগলেন।
ওদের খতম করো!
বন্দে মাতরম্।
ওদের বের করে দাও।
ক্ষুদিরাম হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, কয়েক জনকে মিলে তাঁকে সামাল দিতে হলো।
আমাকে যেতে দাও। বন্দে মাতরম্।
বেচারা! ওকে কিছুতে ভর করেছে।
কোনও ওষুধেই কাজ হবে না।
শেষে এক ওঝাকে ডাকা হলো।
আমার হুকুম... হে অশরীরী আত্মা... এই মুহূর্তে ...এই ছেলেটিকে ছেড়ে চলে যা...ওঁ...হ্রীং... ক্রীং ...


কেউ বুঝতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত কিসে যে কাজ হলো — ওষুধ, না ওঝার ঝাড়-ফুঁক, না অন্য কিছু। যাহোক, ক্ষুদিরাম সুস্থ হয়ে ওঠায় সকলে নিশ্চিন্ত হলেন।
তুই আমাদের যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি!
কেন, কী করেছিলাম আমি?
তাঁর দিদি যখন তাঁকে ভূতে-পাওয়ার কাহিনী বললেন —
শয়তান ইংরেজের ভূতে আমাকে পেয়েছে। এই ভূত তাড়াবার মন্ত্র কারও জানা আছে কি?
বিপ্লবী সত্যেন বসুর সাথে পরিচিত হবার পর ক্ষুদিরামের মনে হলো, তিনি যেন সেই মন্ত্র লাভ করেছেন।
প্রার্থনা বা অনশনে কোনও কাজ হবে না। আসল মন্ত্র হলো সাহস।
স্বাধীনতার জন্যে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।
অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো সত্যেন বসুও বিশ্বাস করতেন, একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব।
দিদি, আমার জন্য তোমরা বিপদে পড়ো, সেটা আমি চাই না। আমি ঠিক করেছি, এখান থেকে চলে যাবো।



কঠিন দিনগুলির জন্য ক্ষুদিরাম দুরন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।
ক্ষুদিরাম, তুমি বোধকরি সোনার বাংলা পড়েছো ?
অবশ্যই। স্বদেশ প্রেমিক মাত্রেরই এই পত্রিকা পড়া কর্তব্য।
ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সোনার বাংলা প্রকাশিত হতো।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফিরিঙ্গি সরকার এর ঠিক উল্টোটাই চায়।
তার মানে...
ওরা এই পুস্তিকা বেআইনি বলে ঘোষনা করেছে। এর প্রকাশ, প্রচার এবং পাঠ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।
বাবু দাদা, এ ঘোরতর অন্যায়। প্রত্যেকের এই কাগজ পড়া দরকার। আমরা এটা ছাপবো এবং আমরাই এটা বিলি করবো।
তাই হবে!



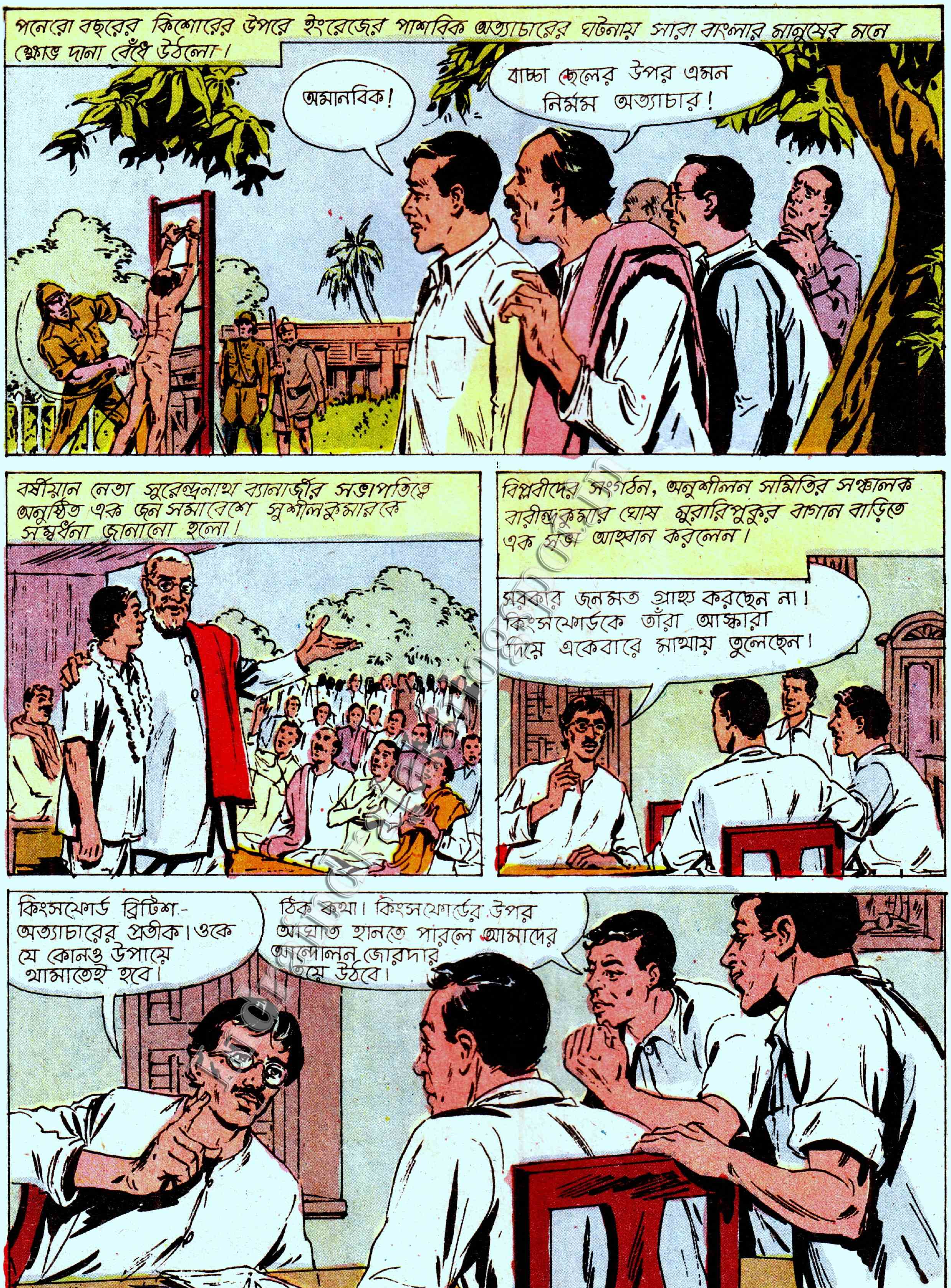
সেই সময় সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীর প্রবেশ পথের ...
... সামনে ক্ষুদিরাম এক দিন দাঁড়িয়ে গেলেন।
সোনার বাংলা! সোনার বাংলা!
সোনার বাংলা?
আমাকে এক খানা দিন।
প্রদর্শনীর চাইতেও ক্ষুদিরামকে ঘিরে ভিড় যেন উপচে পড়লো!
আমাকে একখানা দাও!
এখানে হচ্ছেটা কী?
!


ওটা কী?
পড়েই দেখুন না একবার!
অ্যাঁ? সোনার বাংলা!
জানো না, এসব প্রচার করা বেআইনি? চলো, থানায় চলো।
এক মিনিট মশায়! বলছিলাম, আমাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা আপনার সঙ্গে আছে তো?
না থাকলে যান, এখুনি নিয়ে আসুন।
ক্ষুদিরাম চলে গেলেন।
পরে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়।


সরকার ইতিমধ্যে ক্রমাগত দমনমূলক নীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন।
পুলিশ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করেছে।
দেশবাসীকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বিপিনবাবুর বিচার হবে।
জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক "বন্দে মাতরম" সম্পাদনা করতেন বিপিনচন্দ্র পাল।
"বন্দে মাতরম" মামলার শুনানির দিন আদালতের বাইরে প্রচুর জন-সমাগম হলো।
এখান থেকে এখুনি সরে যাও।
ইংরেজ সার্জেন্ট একজন নিরীহ দর্শককে লাঠিপেটা করলো। উপস্থিত বহু মানুষের সামনেই এই ঘটনা ঘটলো।
সার্জেন্ট আবার লাঠি উঁচিয়ে মারমুখী হতেই —
... পনেরো বছর বয়সী কিশোর, সুশীল সেন, তার হাত চেপে ধরলো ...

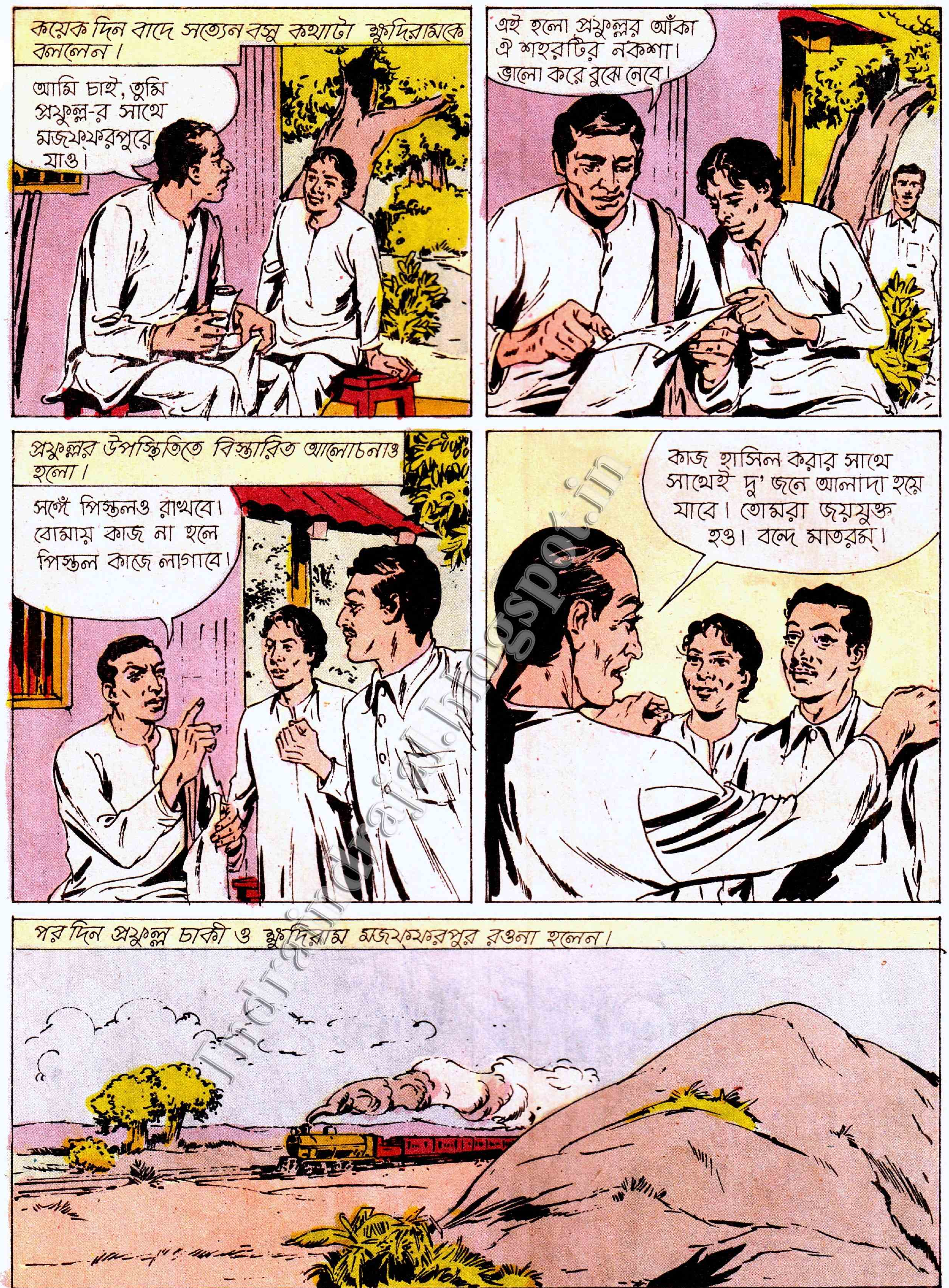

... এবং হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল।
!
শয়তান! এবার নিজের লাঠিটা খেয়ে দেখো তার আস্বাদ কেমন?
কী, কেমন লাগছে?
এক পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুশীলকুমারকে ধরে ফেলে।
বন্দে মাতরম্!

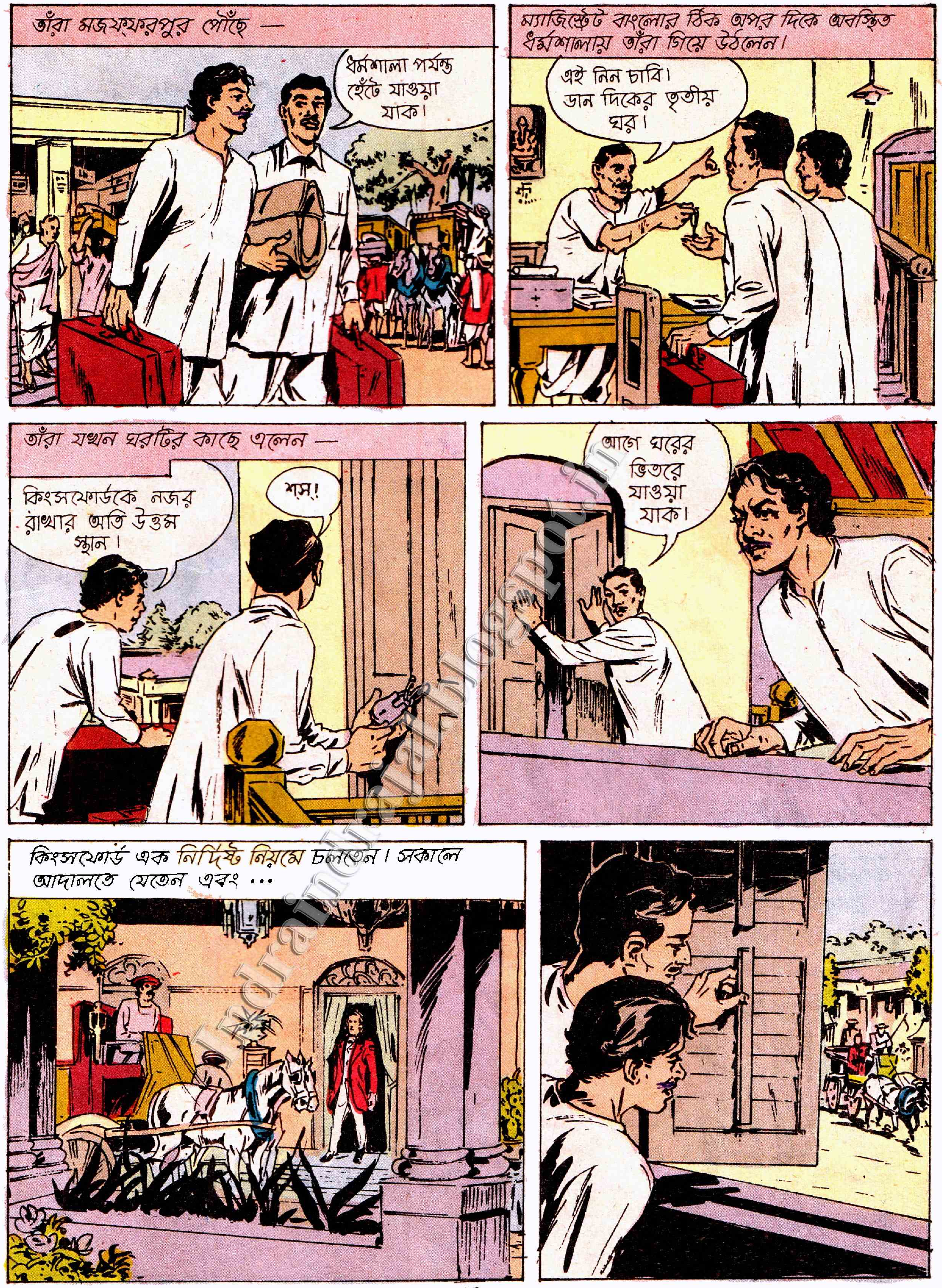

সুশীলকুমারকে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে পেশ করা হলো।
বাঙালীদের দেখছি আইন শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নেই। পুলিশকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে!
সুশীলকুমারের পক্ষ সমর্থন করে উকিল জোরালো ভাষায় বলেন–
পুলিশের কার্যকলাপ বুঝি ভূয়সী প্রশংসার অপেক্ষা রাখে? এই আদালত প্রাঙ্গণেই পুলিশ গতকাল এক দল নিরীহ মানুষের উপর কী অত্যাচার না করেছে।
কেন করবে না? ওদের মেরে গুঁড়ো করা দরকার।
আসামীকে প্রকাশ্যস্থানে পনেরো বার বেত্রাঘাতের আদেশ দান করছি।
বন্দে মাতরম!
দন্ডাদেশ কার্যকরী করা হলো।
বন্দে মাতরম!



পনেরো বছরের কিশোরের উপরে ইংরেজের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনায় সারা বাংলার মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলো।
অমানবিক!
বাচ্চা ছেলের উপর এমন নির্মম অত্যাচার!
বর্ষীয়ান নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে সুশীলকুমারকে সম্বর্ধনা জানানো হলো।
বিপ্লবীদের সংগঠন, অনুশীলন সমিতির সঞ্চালক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মুরারিপুকুর বাগান বাড়িতে এক সভা আহ্বান করলেন।
সরকার জনমত গ্রাহ্য করছেন না। কিংসফোর্ডকে তাঁরা আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছেন।
কিংসফোর্ড ব্রিটিশ-অত্যাচারের প্রতীক। ওকে যে কোনও উপায়ে থামাতেই হবে।
ঠিক কথা। কিংসফোর্ডের উপর আঘাত হানতে পারলে আমাদের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে।


স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শারীরিক শাস্তি দেবার আগে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহলে দু'বার চিন্তা করতে হবে।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর প্রথম বোমা ছোঁড়ার গৌরব কে অর্জন করতে চাও বলো?
সাহসী এবং নির্ভরযোগ্য দু'টি ছেলের কথা আমি বলতে পারি।
দীর্ঘ আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলো।
প্রতিশোধাত্মক বেশ কিছু বেনামী চিঠি ইতিমধ্যে কিংসফোর্ডের হাতে এসে পৌঁছল।
ওদের দৌড় ঐ চিঠি লেখা পর্যন্ত!
চিঠিগুলিকে অতো হাল্কা করে দেখো না, কিংসফোর্ড!
কাগুজে বাঘকে আমি ডরাই না।
তবু আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। বরং কিছুদিনের জন্য অন্যত্র ঘুরে এসো।
কিংসফোর্ড মজফফরপুরে বদলী হলেন।


কয়েক দিন বাদে সত্যেন বসু কথাটা ক্ষুদিরামকে বললেন।
আমি চাই, তুমি প্রফুল্ল-র সাথে মজফফরপুরে যাও।
এই হলো প্রফুল্লর আঁকা ঐ শহরটির নকশা। ভালো করে বুঝে নেবে।
প্রফুল্লর উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনাও হলো।
সঙ্গে পিস্তলও রাখবে। বোমায় কাজ না হলে পিস্তল কাজে লাগাবে।
কাজ হাসিল করার সাথে সাথেই দু' জনে আলাদা হয়ে যাবে। তোমরা জয়যুক্ত হও। বন্দে মাতরম্।
পর দিন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজফফরপুর রওনা হলেন।



তাঁরা মজফ্ফরপুর পৌঁছে —
ধর্মশালা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাক।
ম্যাজিস্ট্রেট বাংলোর ঠিক অপর দিকে অবস্থিত ধর্মশালায় তাঁরা গিয়ে উঠলেন।
এই নিন চাবি। ডান দিকের তৃতীয় ঘর।
তাঁরা যখন ঘরটির কাছে এলেন —
কিংসফোর্ডকে নজর রাখার অতি উত্তম স্থান।
শস্!
আগে ঘরের ভিতরে যাওয়া যাক।
কিংসফোর্ড এক নির্দিষ্ট নিয়মে চলতেন। সকালে আদালতে যেতেন এবং ...


...এবং বিকেলে বাংলোয় ফিরে আসতেন।
দুপুরে আহারের পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার আদালতে যেতেন এবং বিকেলে ফিরে আসতেন।
কিংসফোর্ড সব সময় ফিটনে চড়েই যাওয়া-আসা করেন।
প্রাতঃভ্রমনেও যান না। ঘোড়ায়ও চড়তে দেখি না।
আদালতে কিংবা রাস্তাতেও আঘাত হানা যাবে না।
ঠিক কথা।... তাতে নিরীহ মানুষজন আহত কিংবা নিহত হতে পারেন।
সব চেয়ে নিরাপদ স্থান হলো ক্লাবের বাইরের রাস্তা।
কিন্তু সময়টা কখন?
সন্ধ্যের দিকে কিংসফোর্ড কিন্তু তাঁর বাংলোর কাছাকাছি ইউরোপীয়ান ক্লাবে একবার যান।


সে দিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিলের সন্ধ্যা। কিংসফোর্ড এবং তাঁর স্ত্রী ক্লাবে মিসেস কেনেডি এবং তাঁর কন্যার সাথে তাস খেলছিলেন।
এই তাসটির অপেক্ষাতেই ছিলাম।
সব সময় খেলাতে আপনি জেতেন দেখেছি। অভিনন্দন।
ধন্যবাদ।
আমাকে এইবার যেতে হবে।
আমরাও উঠবো!


বাইরে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।
এইবার যে কোনও মুহূর্তেই তিনি ঘরের দিকে ফিরবেন।
ঐ আসছে!
তুমি প্রস্তুত তো?
হ্যাঁ।
ক্ষুদিরামের বোমা গাড়িটিকে সঠিকভাবে আঘাত করলো।



পালাও! পিছনে আর একটা ফিটন!
তাঁরা ছুটে পালালেন...
...দ্বিতীয় গাড়িটা এগিয়ে এলো।
দ্বিতীয় গাড়িটিতে ছিলেন কিংসফোর্ড। তিনি লাফ দিয়ে নেমেই দ্রুত ছুটে গেলেন প্রথম গাড়িটির দিকে।
তিনি মিসেস কেনেডিকে মৃত এবং মিস কেনেডিকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পেলেন।
হায় ঈশ্বর!


দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন। কিন্তু ওঁদের মধ্যে একটা সংশয় থেকে গেল।
পথে—
প্রফুল্ল, আমরা ওখানে চটি ফেলে এসেছি।
চটির কথা ভুলে যাও। আগে পালাও।
কিছুক্ষণ বাদে—
পুলিশ এই বার আমাদের খুঁজবে। সুতরাং দু'জনের এক সঙ্গে থাকার আর দরকার নেই।
ঠিক বলছো। আলাদা হয়ে যাওয়াই এখন দরকার।
দু'জন দু'দিকে চলে গেলেন।


প্রফুল্ল সারা রাত পথ হেঁটে সকালে সমস্তিপুরে এসে পৌঁছলেন এবং নতুন জামাকাপড় ও এক জোড়া চটি কিনে পরলেন। তারপর মোকামা ঘাট অভিমুখী এক ট্রেনে উঠলেন।
নন্দলাল ব্যানার্জী বলে এক পুলিশ অফিসার আবার সেই কামরাতেই ভ্রমণ করছিলেন।
মনে হচ্ছে, তরুণটি কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে!
প্রফুল্ল বসলেন ব্যানার্জীর ঠিক বিপরীত আসনে। একথা সে কথার পর ব্যানার্জীই টেনে আনলেন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।
তরুণ বিপ্লবীদের প্রশংসা করতেই হয়! কী সাহস! কী দেশপ্রেম!
এই তো, গতকাল তাঁরা মজফ্‌ফরপুরে বোমা ছুঁড়ে ...


...দু'জন ইংরেজ রমনীকে ঘায়েল করেছেন।
কী সর্বনাশ! তাহলে ভুল করে অন্য গাড়ির উপর আমরা আঘাত করেছি!
মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল যেন!
পরবর্তী স্টেশন থেকে মজফ্ফরপুরে কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যানার্জী নির্দেশ চেয়ে তার পাঠালেন এবং জবাবও পেয়ে গেলেন।
হুম! ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে।
মোকামা ঘাটে নেমে প্রফুল্ল হাওড়ার টিকিট কাটতে যাবার সময় পুলিশ তাঁকে অনুসরন করলো।
বুঝতে পেরে প্রফুল্ল দৌড় লাগালেন।

364 BN


পিছন ফিরে তিনি গুলিও ছুঁড়লেন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন।
মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি।
পালাবার আর উপায় নেই। কিন্তু ওদের হাতে ধরাও দেবো না আমি।
পুলিশ আরও কাছে এগিয়ে আসতেই প্রফুল্ল নিজের বুকের উপর...
...পিস্তল ঠেকালেন এবং গুলি ছুঁড়লেন।
নিজেকেই নিজে হত্যা করলো!



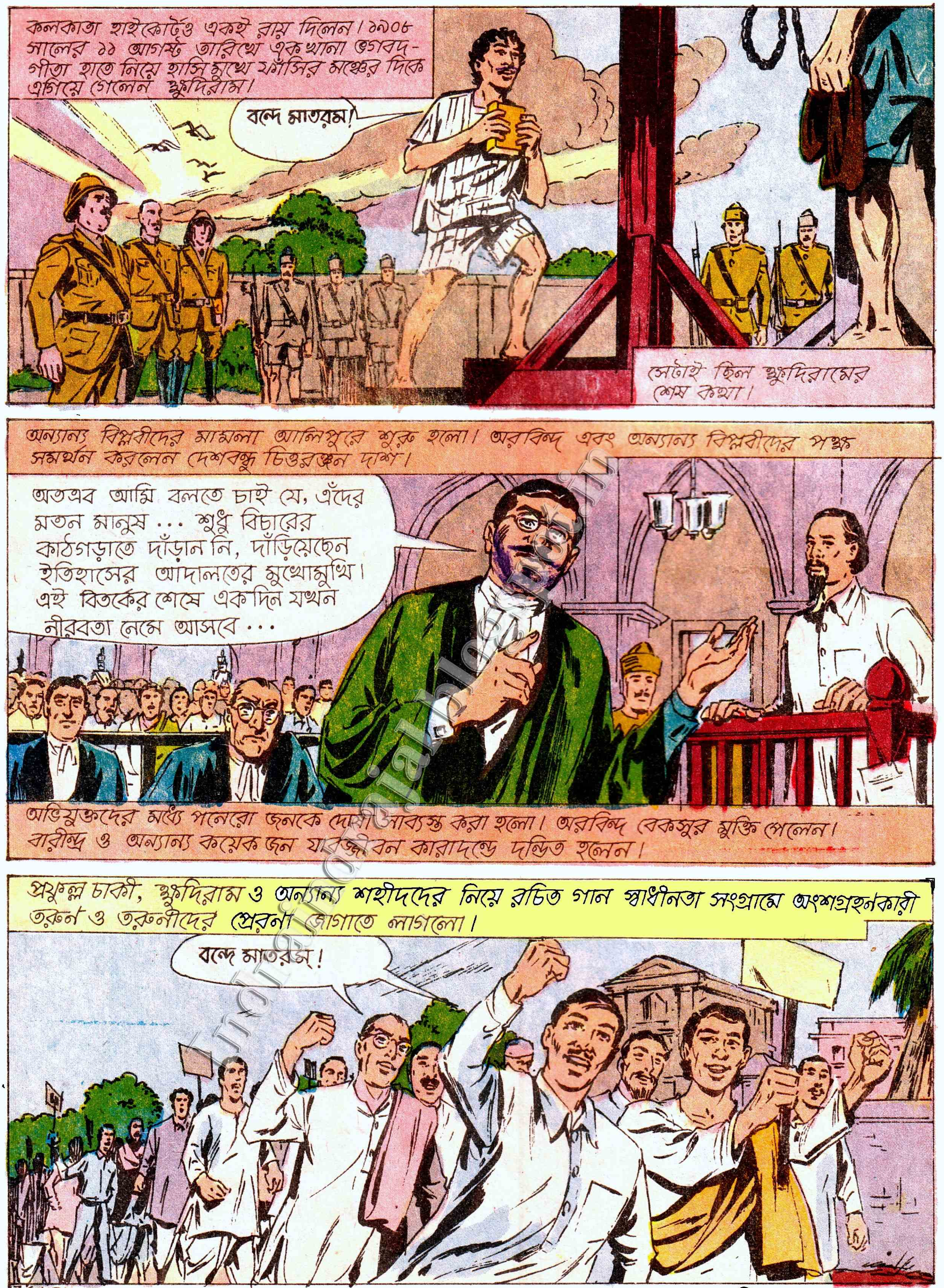
ক্ষুদিরাম বসু ইতিমধ্যে ৱেনা পৌঁছলেন।
HOTEL
আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।
বাজারের কাছে এক ভোজনালয়ে ক্ষুদিরাম মুড়ি খেতে বসলেন।
ঠিক তখুনি দু'জন পুলিশ সেখানে এসে উপস্থিত হয়।
পুলিশের হঠাৎ আবির্ভাবে ক্ষুদিরাম কিছুটা চমকে যান...
... তারাও মনোযোগ সহকারে তাঁর দিকে তাকাতে থাকে।
লোকটা খুবই ক্লান্ত... খালি পা... বিবরণের সংগেও মিলে যাচ্ছে...


ক্ষুদিরাম উঠে চলে যাবার মুখে—
দাঁড়ান। আপনার সাথে কথা আছে।
ক্ষুদিরামের কৌশলপূর্ণ জবাবে পুলিশ সন্তুষ্ট হতে পারলো না।
আপনাকে এক বার থানায় যেতে হবে।
ক্ষুদিরাম পিস্তল বের করলেন।
কিন্তু ধস্তাধস্তিতে সেটি তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল।
ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষটিকে কাবু করতে পুলিশকে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না।
একটি বিশেষ ট্রেনে ক্ষুদিরামকে মজফ্ফরপুর নিয়ে আসা হলো। বিপ্লবীকে অভিনন্দন জানাতে বহু মানুষ স্টেশনে উপস্থিত হলেন। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই—
তরুণ যুবক!
এই বয়সেই এতো সাহসী!
বন্দে মাতরম্!


ক্ষুদিরাম বসুর গ্রেপ্তার ও প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় পৌঁছলে —
প্রফুল্ল ছিল অনুশীলন সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য।
ওদের সমস্ত গোপন আস্তানায় হানা দেওয়া দরকার!
ওরা যখন মানিকতলা বাগান বাড়িতে হানা দিল —
'বোমা! পিস্তল! আরও কতো জিনিসপত্তর...
বারীন্দ্র ঘোষসহ চৌত্রিশ জন বিপ্লবীকে পুলিশ আটক করে নিয়ে গেল।
বারীন্দ্র ঘোষ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাঁর ভাই অরবিন্দেরও সহায়তা পাচ্ছেন।
অরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা দরকার। উস্কানি-মূলক রচনার জন্য ওর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা যেতে পারে।



কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মজফ্‌ফরপুরে ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হলো।
সেই ফিটন গাড়ি লক্ষ্য করে আমি যখন বোমা ছুঁড়ি, তখনও আমার ধারনা ছিল যে, ঐ গাড়ির মধ্যে আছে অত্যাচারী কিংসফোর্ড। কিন্তু ভুলক্রমে দু'জন নিরীহ মহিলার মৃত্যু ঘটায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত।
পরে, বিচারক ফাঁসির হুকুম দিলেন। তা শুনে ক্ষুদিরাম কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি ধীর, স্থির রইলেন।
তা দেখে বিচারপতিও বিস্মিত হলেন।
এই রায়ের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয়েছে?
ক্ষুদিরাম শুধু মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।
পরে তিনি তাঁর উকিলকে বললেন
আমার একমাত্র দুঃখ, কিংসফোর্ডকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারলাম না। ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হবে বলে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। মাতৃভূমির জন্য জীবন দেবার জন্য আমি প্রস্তুত।



৩০ পৃষ্ঠায় দেখ জ্ঞান-ভারতী

জ্ঞান

ভারতী-১

সংগ্রাহিকা - শোভা রাও

১ক ছবির চরিত্রদের সনাক্ত কর :

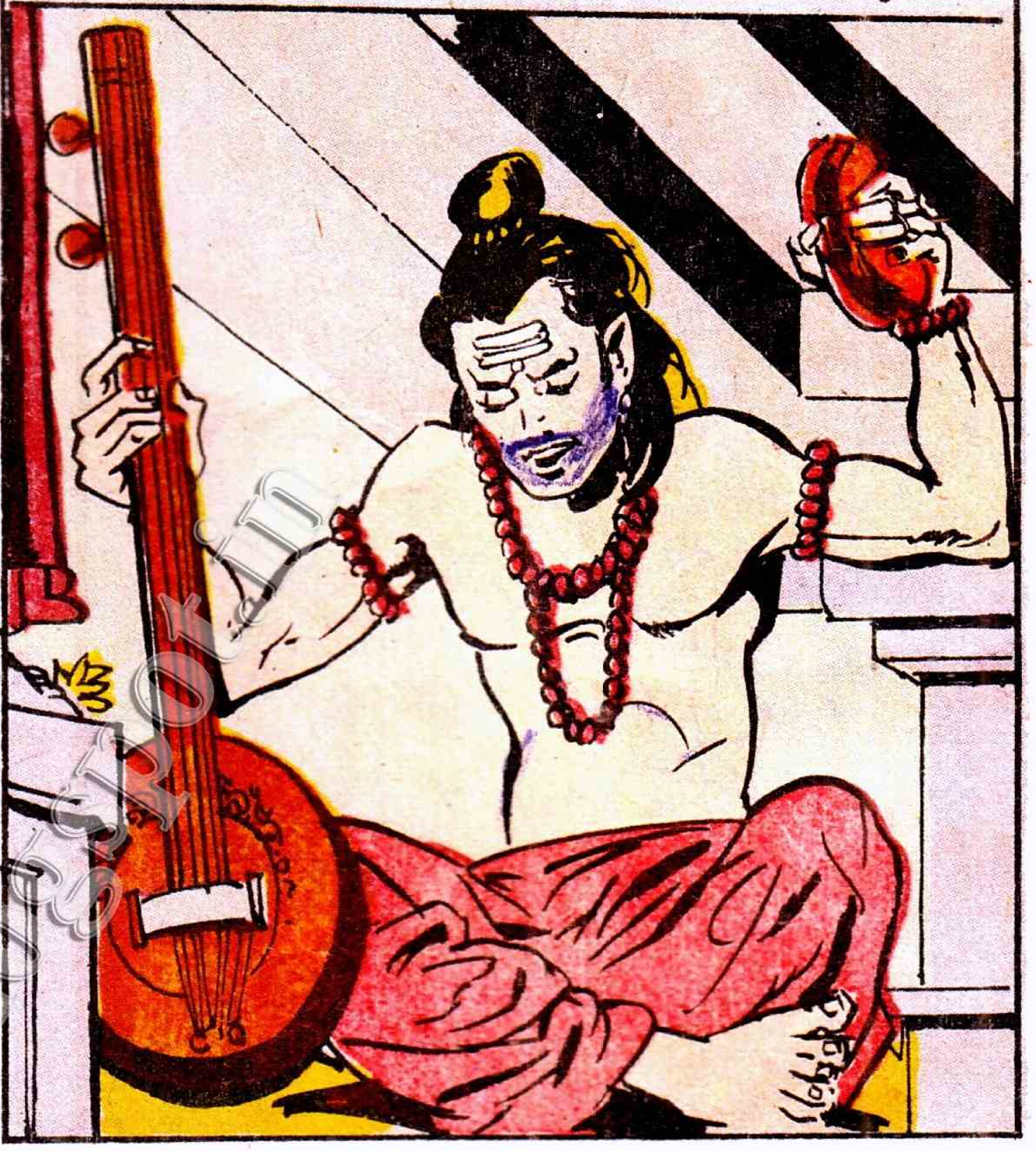


১খ বক্তাকে সনাক্ত কর :

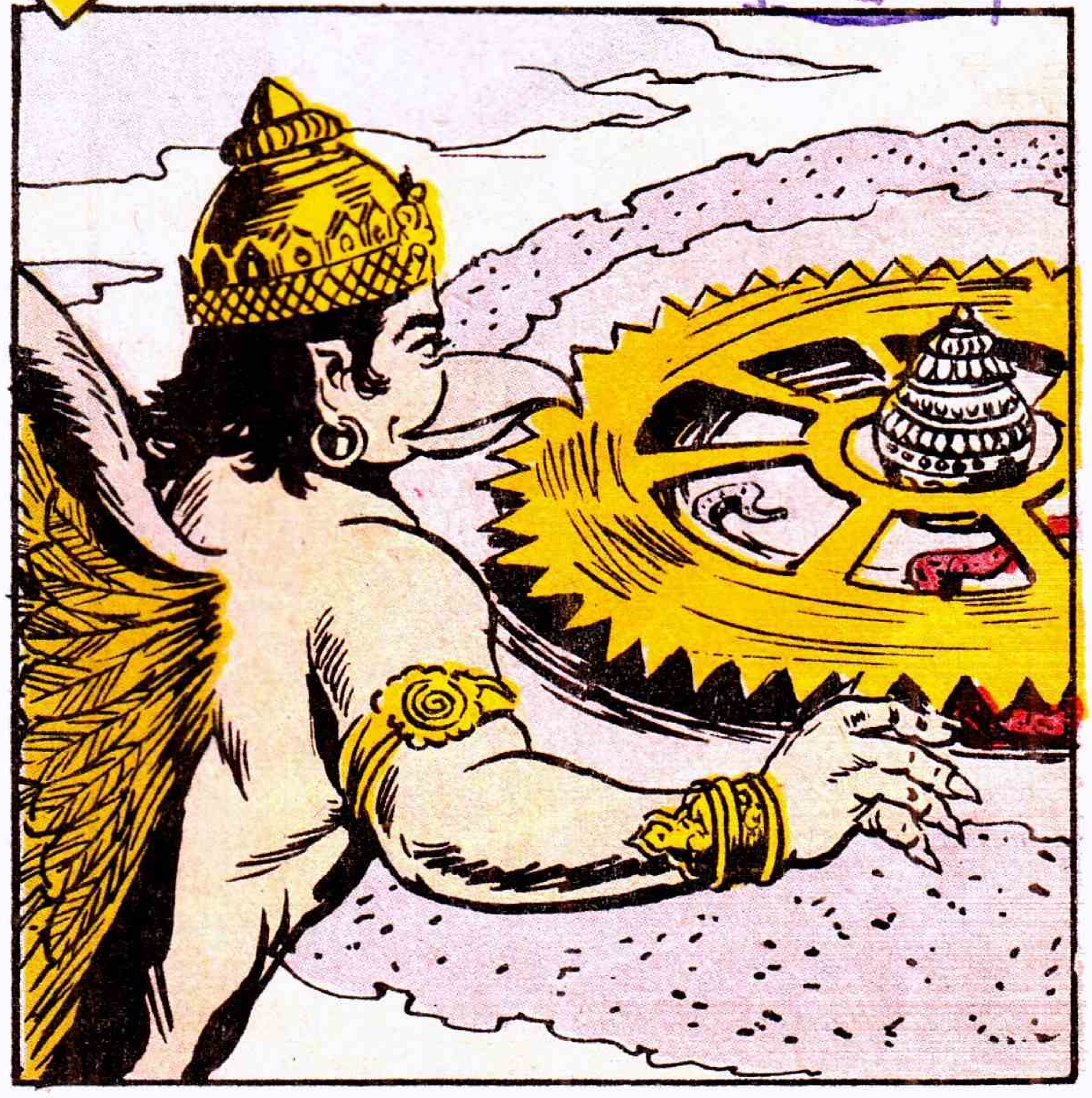


২ কথাগুলি কে বলেছিলেন ?

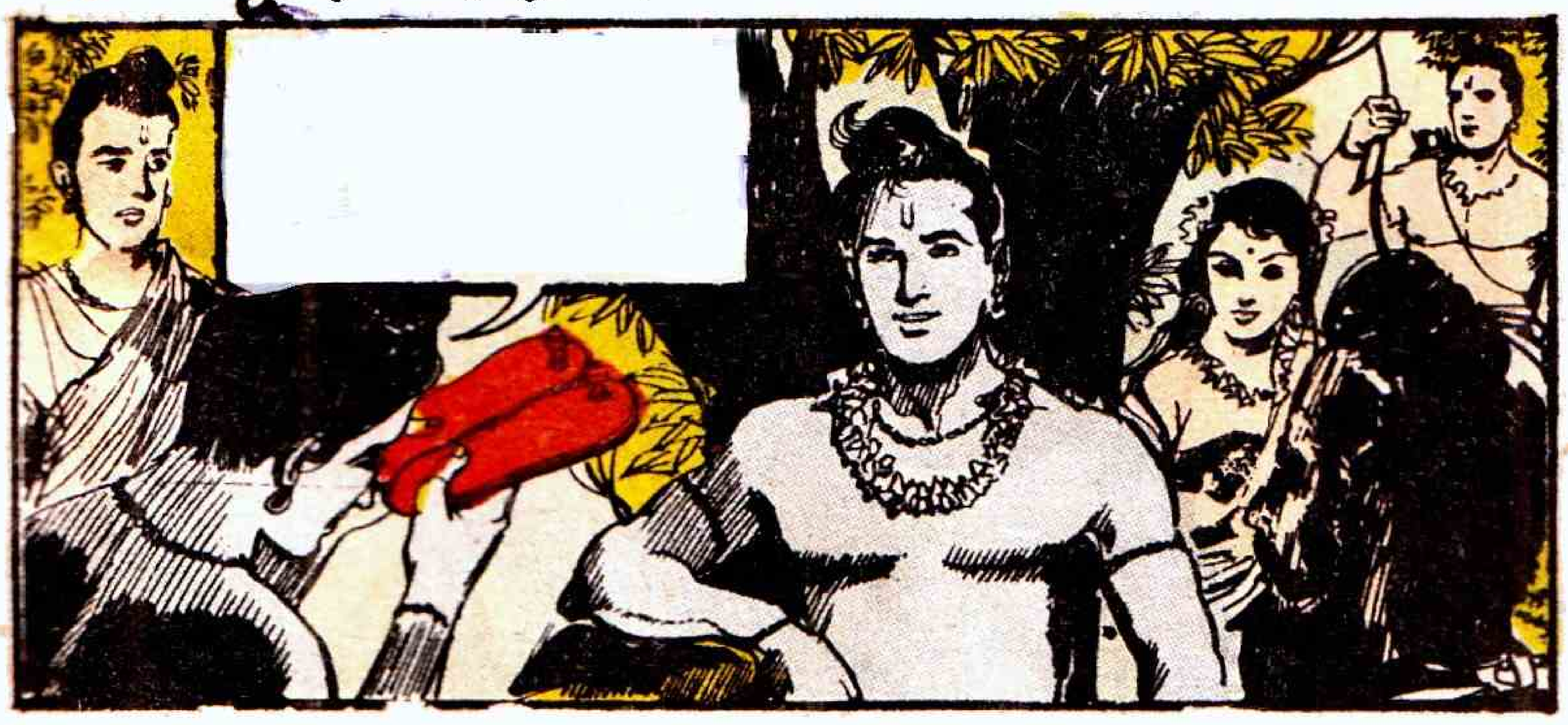
"সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা শক্ত। ধ্যানযোগও কঠিন। ভক্তিযোগ – পূজা, প্রেম, প্রার্থনা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পন করা – আত্মা ও শরীরের বন্ধনকে ছিন্ন করার সবচেয়ে সহজ উপায়।"



৩ পাত্রে কি আছে ? অমৃত



৪ ঠিকমতো শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।



নিয়মাবলী

১) প্রত্যেকটি প্রবেশ-পত্রের সংগে একটি করে এই পৃষ্ঠায় দেওয়া কুপন পাঠাতে হবে।

২) 'উচ্চারণ'-এর অফিসে পৌঁছানো প্রথম ৫০টি সব-ঠিক প্রবেশ-পত্রের প্রত্যেকে অমর চিত্র কথার ২টি সংখ্যা পুরস্কার পাবে।

৩) সব-ঠিক প্রবেশ-পত্রের প্রত্যেকটি একটি করে সবুজ মানপত্র পাবে।

৪) কেবল ১টি ভুল হওয়া প্রবেশ-পত্রের জন্য নীল মানপত্র দেওয়া হবে।

৫) কোনও প্রতিযোগী জুন, ১৯৮৭-র মধ্যে ৩টি সবুজ অথবা ৬টি নীল মানপত্র সংগ্রহ করলে সে বিনামূল্যে অমর চিত্র কথার ৬ মাসের গ্রাহক হতে পারবে।

৬) কেউ ৪টি সবুজ অথবা ৮টি বা তারও বেশী নীল মানপত্র জুন, ১৯৮৭-র মধ্যে সংগ্রহ করলে সে বিনামূল্যে অমর চিত্র কথার ১ বছরের গ্রাহক হতে পারবে।

৭) কোনও প্রতিযোগী জুন, ১৯৮৭-র মধ্যে ৫টি বা আরও বেশী সব-ঠিক প্রবেশ-পত্র পাঠালে তাকে ৫,০০০/- টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। একজনের বেশী এরকম প্রতিযোগী থাকলে এই টাকা তাদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা হবে।

৮) জুন, ১৯৮৭-র মধ্যে ৫টি সব-ঠিক প্রবেশ-পত্র না পেলে, যারা ৪টি সব-ঠিক প্রবেশ-পত্র পাঠিয়েছে, এই পুরস্কার তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

৯) বিচারকদের সিদ্ধান্ত চরম ও বাধ্যতামূলক বলে মানতে হবে।

১০) পুরস্কার দাবী করার সময় মানপত্রের নীচে দেওয়া প্রাসংগিক সংখ্যার উল্লেখ করতে হবে।

প্রবেশ-পত্র পাঠাও: এই ঠিকানায়:
উচ্চারণ, ২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩।
নাম, বয়স, ঠিকানা ও উত্তর পাঠাও।
প্রবেশ-পত্র পৌঁছনোর শেষ দিন: ৩০:৯:১৯৮৬

"Hey Sweeties, look what's new from NP"



Jelly belly and Yogo

A SOFTY AT HEART — CHEWY ALL THE WAY

In fruity flavours you've never tasted before



Pop in a Yogo. Chew a creamy dream. Just one toffee. But what a juicy mouthful.

Pop in a Jelly Belly. Rock'n roll around the hard coating. Bite it..... Crunch. The soft centre wins your heart - tang!

Get ready for more. Because you'll never lose your taste... long after they mmmelt.

NP CONFECTIONERY LTD.

135, Kaval Byrasandra, Bangalore 560 032.

Dattaram/NP/3A-

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
অমর চিত্রকথা



প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বাপ্পাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমাল
বাঘ ও কাঠঠোকরা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প



প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay



Ready for blast off—9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1....!
Just pick 'em up and stick' em up. Chinar has got it all for you. Hundreds of varieties of stamps on space covering USSR's space programme...
An irresistible collection specially imported for genuine collectors like you.

Choose from over 20 themes

Special packets have been made for you under various themes or topics ranging from stamps on space, sports, animals, transport, art, flowers etc. (see coupon for details) to add to your collection. Take your pick.

Send the coupon or simply write to us

You can either fill in the coupon or choose your favourite topic and write to us on a postcard, inland letter or on plain paper.

- If you order by VPP, minimum order should be Rs. 50.00 + Rs. 7.00 for postage.
- If you pay in advance, minimum order should be Rs. 25.00 + Rs. 5.00 for postage.
- Please add 10% Sales Tax on value of stamps for all orders. (only 7% for Delhi).
- Postage will be free on all orders of Rs. 100.00 or above.
- For VPP orders, make sure of your parents permission.

Hurry! Mail your order today:

Circle the packets you want

Themes	stamps 10	25	50	100
Space	3.75	8.00	15.00	35.00
Sport	3.75	8.00	15.00	35.00
Transport	3.75	8.00	15.00	35.00
Art	3.75	8.00	15.00	35.00
Flowers	3.75	8.00	15.00	—
Fauna	3.75	8.00	15.00	—
Marine Sea life	3.75	8.00	15.00	30.00**
Paintings	3.75	8.00	15.00	—
Lenin	3.75	8.00	15.00	25.00**
Flora & Fauna	—	—	—	35.00
Moscow	—	—	—	30.00
Siberia & Far East	—	—	30.00***	—
Peace & Friendship	—	8.00	—	25.00
October Revolution	3.75	—	—	25.00
Assorted	3.75	8.00	15.00	25.00

* 90 stamps ** 85 stamps *** 53 stamps

Name.............................. Age..........
Address..
....
....
Payment ☐ V.P.P. order ☐

CHINAR-Sole distributors and importers of USSR stamps for genuine collectors

STAMPS The hobby that sticks with you.

Free! 10 stamps with all orders

CHINAR EXPORTS PVT LTD
Regd Office : 101-A, Surya Kiran
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001